R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ফরাক্কায় নিরাপত্তা বাহিনীর মাথায় ছাঁটাই-খড়্গ উদ্যত

বিশেষ প্রতিনিধি, ২১ ডিসেম্বর—একে একে সমস্ত ঘাঁটি কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর (সি আই এস এফ) দখলে চলে যাওয়ায় ফরাক্কা বাঁধের নিরাপত্তা বাহিনীর (সিকিউরিটি গারড) মাথায় ছাঁটাই-এর খাঁড়া নেমে আসছে। সি আই এস এফকে এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এক, দুই ও তিন নম্বর চেকপোষ্ট, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং, লক সাইড, লেফট্ ব্যাঙ্ক ষ্টোর ডিভিসন প্রভৃতি পোষ্ট। শোনা যাচ্ছে আগামী জানুয়ারী মাস নাগাদ আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদ সি আই এস এফ বাহিনীকে দেওয়া হবে। এগুলি হল: সেন্ট্রাল ওয়ারকসপ, মেকানিকাল ষ্টোরস্, সিভিল ষ্টোরস্ এবং ইকুইপমেন্ট ইয়ারডস্ এভাবে সমস্ত পদে সি আই এস এফ বাহিনীকে নিয়োগ করে সিকিউরিটি গারডদের উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হবে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, ফরাক্কায় সিকিউরিটি গারডের অফিসটি নাকি উঠিয়ে দেওয়া হবে। এবং উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে সকলকে ছাঁটাই করা হবে অথবা অভিজ্ঞতার বারোটা বাজিয়ে সিকিউরিটি গারডদের সি আই এস এফ বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হবে। এ বছর গোড়ার দিকে বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেদের কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু চাকরিতে পদাবনতির সম্ভাবনা থাকায় কেউ সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। কারণ বাঁধ প্রকল্পের কাজ শুরুর সময় থেকে নিরাপত্তার কাজে সিকিউরিটি বাহিনী ব্যাপৃত রয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অনেকের পদোন্নতি ঘটেছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এবারও তেলের অভাব ঘুচলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা: সরষের চাষ দারুণভাবে মার খাওয়ায় এবারও জেলায় তেলের অভাব ঘুচলো না। এই মরশুমে চাষীরা আশা করেছিলেন পর্যাপ্ত সরষের ফলন তুলে তেলের দামের সঙ্গে কিছুটা মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু অতিবৃষ্টিতে চাষ মার খাওয়ায় তা আর হয়ে উঠলো না। প্রথম দিকে ব্যাপক হারে সরষে চাষ শুরু হয়েছিল কিন্তু বৃষ্টিতে সব গিয়েছে। তেমনি যাঁরা দেরীতে বুনেছিলেন, তাঁদের ফলনও কমবে দেরীতে চাষের জন্য। তাছাড়াও আছে জাব পোকার আক্রমণ। অনেক সময় এই আক্রমণ চোখে পড়ে না, তবে সরষের চাষে জাব পোকার আক্রমণ অনিবার্য। এরা শুঁটি খেয়ে ফেলে। ফুল ফোটার সময় থেকে ১৫ দিন অন্তর অন্ততঃ তিনবার ওষুধ ছিটালে জাব পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এখন ওষুধ ছেটানোর শেষ সময়। চাষীরা যদি এ ব্যাপারে সতর্ক হন তবে যেটুকু সরষে অবশিষ্ট

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙলার খেলাধূলায় জেলার প্রতিনিধিত্ব

মিরজাপুর, ২০ ডিসেম্বর—সারা বাঙলা গ্রামীণ খেলাধূলায় এবার মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিত্ব করে জঙ্গিপুর মহকুমার ১১ জন এ্যাথলেট। ফুটবলে নূতনগঞ্জ বি বি ডি ক্লাবের তপন সাহা, ভলিবলে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের মিলন সরকার এবং জিমন্যাসটিকে এই ক্লাবেরই রীণা সেন, সঞ্চিতা সাহা, কৃষ্ণা গাঙ্গিরা, ফুলু শোশা, গৌতম সরকার, উত্তম মনিগ্রাম, অরুণ সাহা, বিশ্বজিৎ সাহা ও অনুপ সাহা। সর্বভারতীয় গ্রামীণ খেলাধূলায় অংশ নেয়ার জন্য বাঙলা দলে স্থান পেয়েছে ফুটবলে তপন সাহা এবং জিমন্যাসটিকে রীণা সেন। সারা বাঙলা স্কুল শীতকালীন খেলাধূলায় নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের ঝরনা দাস, বনানী দাস, প্রণতি সাহা ও সুষমা শোশা এ্যাথলেটে এবং এই ক্লাবের রেখা সেন ও জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের দীপালি সাহা জিমন্যাসটিকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নূরপুরে গঙ্গা ভাঙন

অরঙ্গাবাদ, ২০ ডিসেম্বর—সুতী ১নং ব্লকের নূরপুর অঞ্চলে আবার গঙ্গা বা পদ্মার ভাঙন শুরু হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে নূরপুরদিয়াড়ের প্রায় ৪০টি পরিবার ঘরবাড়ি খুইয়ে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছে। ফতেপুর, রমাকান্তপুর, নূরপুরদিয়াড় প্রভৃতি গ্রাম ভাঙনের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে ভাঙন রোধের জন্য সুতী বিধানসভার সদস্য মহঃ সোহরাব ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাটের গুদামে আগুন

ধুলিয়ান, ১৭ ডিসেম্বর—গত শনিবার শহরের পাট ব্যবসায়ী রাধাগোবিন্দ দাসের পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নি-কাণ্ডের ফলে প্রায় ৬০ হাজার টাকা দামের পাট ভস্মীভূত হয়েছে। আগুন নেভানোর জন্য ফরাক্কা ও বহরমপুর থেকে দমকলবাহিনীকে ছুটে আসতে হয়। একটানা ৯ ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিভে যায়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।

হরিজন উৎপীড়িত

সাগরদীঘি, ২০ ডিসেম্বর—এই থানার বাহালনগর গ্রামের হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত ধনপতি মহালদারের বাড়ির দেওয়াল গ্রামের একজন জোতদার জোর করে ভেঙে দিয়েছে বলে বোখারায় সি পি এম অফিস সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। পারটি অফিস থেকে আরো জানানো হয়েছে যে, মহালদার থানায় ডায়রী করতে গেলে প্রথম দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। পরের দিন সি পি এম-এর একজন কর্মীর সহায়তায় সমস্ত ঘটনা থানায় নথীভুক্ত হয়।

জমির ধান লুণ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: ফরাক্কা থানার ৩টি মৌজার আদালতে বিচারাধীন ১১৪ বিঘা জমির ধান নাকি সি পি এমের কে পি শর্মার নেতৃত্বে প্রায় ৪০/৫০ জন লোক কেটে নিয়েছেন বলে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। প্রকাশ, আদালতে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফরাক্কা ব্লকের ই ও পি-কে ওই পরিমাণ জমির রিসিভার নিযুক্ত করা হয়। তিনি আদালতের নির্দেশমত প্রকাশ্য নীলামে সেই জমি ১৯৭৭ সালের জন্য ইজারা দেন। ইজারাদার সেই জমি চাষ করেন। কিন্তু লোক-জন নিয়ে ধান কাটতে গিয়ে দেখেন সি পি এম-এর কে পি শর্মা ৪০/৫০ জন লোক নিয়ে জমির ধান কাটতে শুরু করেছেন। ইজারাদার ফিরে গিয়ে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এবার ধান কাটার মরশুমে ওই জমির ধান কাটা নিয়ে প্রথম পর্যায়ে একবার গোলমাল হয়। সেই পর্বে প্রায় ২৫ বিঘা জমির কাটা ধান আটক করা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

আশার বাণী

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে বিভিন্ন ট্রেনে আসন সংরক্ষণের সংস্থান এবং ট্রেনের সময়সূচী পরিবর্তনের ব্যাপারে রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে খোঁজ খবর লইতেছেন—গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত সংবাদ হইতে এই কথা জানিতে পারিয়া রেলযাত্রিগণ আশান্বিত হইতেছেন। কারণ তাঁহাদের এই দাবি দীর্ঘদিনের। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ বহু যাত্রী কলিকাতা যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু আসন সংরক্ষণের সংস্থান না থাকায় তাঁহাদিগকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কলিকাতা যাইবার সময় বসিবার জায়গা তো দূরের কথা সামান্য দাঁড়াইবার জায়গাও মিলা ভার। এমত অবস্থায় আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া কাহার না আনন্দ হয়? রেলমন্ত্রী সেই আশার বাণী শুনাইয়াছেন জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালকে। ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ধন্যবাদের সহিত রেলমন্ত্রীকে এই কথাও স্মরণ করাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, আশার বাণী যেন শুধুই বাণী হইয়া না থাকে; খোঁজ খবর তরান্বিত করিয়া দ্রুত কার্য সমাধা করাই বাঞ্ছনীয়।

রেলমন্ত্রীকে আর একটি অনুরোধ: জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওভার ব্রীজ নির্মাণ এবং সাগরদীঘি ও ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ বহুদিন হইল রেল মন্ত্রকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ওয়ারক্ অরডার বাহির না হওয়ায় এখনও অনুমোদিত কার্যগুলি সম্পন্ন হয় নাই। ফলে যাত্রী দুর্ভোগ কমে নাই। জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে লাইন পারাপার করিতে যাত্রীদের প্রাণ সংশয় হয়, রাত্রে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে সাগরদীঘি ও ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, চলাফেরায় অসুবিধা হয়। পূর্ব রেলপথের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশনগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দ্রুত ওয়ারক অরডার বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলে যাত্রীসাধারণ বাধিত হইবেন। রেলমন্ত্রীর সহিত বিষয়গুলির প্রতি শশাঙ্কবাবুরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওভার ব্রীজ নির্মাণ অনুমোদনের সংবাদে আমরা পুলকিত হইয়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে কার্যটি সম্পন্ন হইবার কথা ছিল। কিন্তু হয় নাই। সেদিনের সম্পাদকীয় নিবন্ধের পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা আবার বলিতেছি, এখন যত তাড়াতাড়ি এই ওভার ব্রীজ নির্মিত হয়, ততই মঙ্গল; যত শীঘ্র সাগরদীঘি ও ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ হয়, ততই মঙ্গল।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

স্কুল-কলেজ কলঙ্কিত

৭ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পাশাপাশি দুটি সংবাদই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি জঙ্গিপুর স্কুলে টাকা তছরূপের অন্যটি জঙ্গিপুর কলেজে নাইট গার্ডের মৃত্যুবাণ স্বাক্ষরের। ঘটনা দুই ভিন্ন হলেও প্রকৃতি এক—দুটি ঘটনাই কলঙ্কের পরিচায়ক। জঙ্গিপুর স্কুলের ঘটনা নিন্দনীয়, জঙ্গিপুর কলেজের কাণ্ড সভ্য সমাজের প্রতি অবমাননাকর। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ যাঁদের উপর ন্যস্ত, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের চারিত্রিক সংশোধন অবশ্য প্রয়োজন। পরীক্ষার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অথবা নিরক্ষরতার সুযোগে একজন নিরীহ মানুষের ক্ষতি করা জঘন্যতম অপরাধ। এক্ষেত্রে একমাত্র নিরপেক্ষ তদন্তই পারে অভিযুক্ত প্রধানদের অপরাধ মুক্ত করতে। নতুবা সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন থেকেই যাবে এই ধরনের প্রধানদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে আসীন থাকা উচিত কি না। —পার্থসারথি নাথ, রঘুনাথগঞ্জ।

ছাঁটাই শিক্ষক পুনর্বহাল

৭ ডিসেম্বরের জঙ্গিপুর সংবাদে 'গিরিয়া স্কুলের ছাঁটাই শিক্ষক পুনরায় বহাল' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদে আমাকে ও আমার দলের নামে যে দোষারোপ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বা ছাঁটাই-এর ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে প্রধান শিক্ষক বা পরিচালকমণ্ডলীর আয়ত্তে। অতএব ওই সংবাদে আমাদের নাম সংযোজন নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। —হাবিবুর রহমান, এম এল এ।

বিদ্রোহ ও নবজাগরণের বিবর্তন

সত্যনারায়ণ ভকত

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় এ বছর জুলাই মাসে দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। একটির শিরোনাম ছিল 'কৃষক ধর্মঘট', অপরটির 'জলকর বিদ্রোহ'। আপাতদৃষ্টিতে খবর দুটি অত্যন্ত সাধারণ মনে হলেও গভীর অর্থবহ। সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জঙ্গিপুর মহকুমায় উল্লিখিত দুটি ঘটনাই তাৎপর্যপূর্ণ। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ এমনই হয় বোধ হয়। এই সংগ্রামের উৎপত্তি অনুন্নত এলাকার একেবারে নীচু স্তর থেকে ক্ষেত মজুর ধর্মঘট হয়েছিল সাগরদীঘি ব্লকে, জলকর বিদ্রোহ সামসেরগঞ্জ ব্লকে। সাগরদীঘি ব্লক আদিবাসী অধ্যুষিত এবং কৃষিপ্রধান, সামসেরগঞ্জ ব্লক শিল্প ও কৃষিনির্ভর। এই দুই ব্লকে ধর্মঘট ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীর দল।

সাগরদীঘি ব্লকে ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করতে পারে, স্বাধীনতা লাভের ত্রিশ বছরের মধ্যে এ ধারণা ছিল কল্পনাতীত। কারণ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সেরকম মানসিকতা এখানে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে বাস্তবে তাই ঘটল। সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রবর্তনের দাবিতে ১০ জুলাই তেলাঙ্গল গ্রামের ৫০ জন ক্ষেতমজুর লাগাতার ধর্মঘট ঘোষণা করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল রতনপুর গ্রামে। নেতৃত্ব দিলেন সি পি আই (এম) দল। তেলাঙ্গলের ধর্মঘটী সৈনিকদের মধ্যে ছিলেন, সোলেমান জানমহম্মদ, রমজান, মহসীন, সরাফৎ, হায়দার, এবং আরো অনেকে। সৈনিকদের পরনে একটা করে ত্যানা, খালি গায়ে অর্ধাহার-অনাহারের ছাপ স্পষ্ট। ধর্মঘটের ফলে চাষের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। উৎপাদকরা প্রমাদ গণলেন। অন্য গ্রাম থেকে কৃষিশ্রমিক এনে তাঁরা চেষ্টা করলেন ধর্মঘট বানচাল করে দিতে। কিন্তু ধর্মঘটী ক্ষেত মজুরদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন উৎপাদকরা। সাত দিন ধরে এই ধর্মঘট চলেছিল।

ত্রিশ বৎসর ধরে অনেকের ধারণা জন্মেছিল, ক্ষেতমজুররা জমিতে খাটেন দৈনিক মজুরিতে অথবা ভাগচাষী হিসেবে, তাঁরা মহাজন ও জোতদারদের মুখাপেক্ষী, ধর্মঘট তাঁরা করতে পারেন না। খুব সত্যি কথা, ধর্মঘট তাঁরা করতে পারেন না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাগরদীঘি ব্লকও ক্ষেত মজুর ধর্মঘট কোনদিন হয়নি। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসেই ধর্মঘট হল প্রথম। সি পি আই (এম) নিয়ন্ত্রিত কৃষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সহঃ সম্পাদক শৈলজা রায়ের নেতৃত্বে সাগরদীঘি ব্লকে প্রথম কৃষক সংগঠন তৈরী হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭৪ সালে ক্ষেতমজুরদের প্রথম মিছিল এবং সভা হয় হরহরি গ্রামে। এতদিন সাংগঠনিক কাজকর্ম প্রকাশ পেত না প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে। সুবাই তো খেটে খাওয়া মানুষ তার উপর একেবারে নতুন। ভয় হওয়া স্বাভাবিক। তাই সংগঠন চলতো ভেতর ভেতর। ১৯৭৭ সালে অনুকূল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় উপযুক্ত সময়ে সেই সংগঠনের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। ব্লকের ক্ষেতমজুররা এই প্রথম ঘোষণ করলেন ধর্ম ঘট। জমিতে সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত খেটে ওঁরা আর চার টাকা মজুরি নিতে রাজী নন। ওঁরা চান সরকার নির্ধারিত ৬·৬৩ টাকা মজুরি। তেলাঙ্গল ও রতনপুরে ধর্মঘটে সাফল্য লাভের পর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামেও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। ব্লকের ২১২টি গ্রামে যেদিন এক সঙ্গে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে, সেদিন বোঝা যাবে, কার কত শক্তি। শোষণের, না লড়াইয়ের। হুমকির, না স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার। মনে হয়, সেদিন আর বেশী দূরে নয়। নবজাগর আসছে, তার বোধন হয়ে গেছে।

(পরবর্তী কিস্তিতে জলকর বিদ্রোহ)

রেশন ডিলার বরখাস্ত

সাগরদীঘি, ২০ ডিসেম্বর—দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, এই ব্লকের শিহারা গ্রামের এম আর ডিলার মহঃ মফিজুদ্দিন মণ্ডলকে বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভুতুড়ে স্কুল ?

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ ডিসেম্বর—খবরে প্রকাশ, একজন কংগ্রেস নেতার প্রচেষ্টায় এবং রঘুনাথগঞ্জ সারকেলের অবর পরিদর্শকের রিপোরটের ভিত্তিতে এই সারকেলের বীরথম্বা গ্রামে কোন বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্র না থাকা সত্ত্বেও নাকি প্রাথমিক বিদ্যালয় মঞ্জুর হয়। সরকারী আদেশবলে অবর পরিদর্শক দু'জন শিক্ষককে নিয়মিত বেতন প্রদান করতে থাকেন। শিক্ষক সমিতির জঙ্গিপুর শাখার সভাপতি বীরথম্বা গ্রাম পরিদর্শনকালে ভুয়া স্কুলের কথা জানতে পারেন এবং অবর পরিদর্শককে জানান। জনসাধারণের বিশ্বাস, অবর পরিদর্শকের মত দায়িত্বপূর্ণ অফিসার এ রকম করতে পারেন না। তবু তাঁদের দাবি সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক।

ভুতুড়ে শিক্ষক ?

জঙ্গিপুর, ২০ ডিসেম্বর—শোনা যাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ (পূর্ব) সারকেলের গঙ্গাপ্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তনৈক শিক্ষক নিয়োগ পত্র ছাড়াই নাকি চাকরি পান। বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠানো নিয়োগপত্রের কপিতেও নাকি কোন মেমো নম্বর, জেলা পরিদর্শকের কোন সই বা 'ফ্যাকসিমিলি' নাই। প্রধনশক্ষক নাকি ভুয়া মেমো নম্বর দিয়ে রিটারণ দাখিল করতেন। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অবর পরিদর্শক বল করে ওই শিক্ষকের মাস-মাইনা প্রদান করতেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করে সারভিস বুকও নাকি তৈরী করে দিয়েছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের দাবি, ভুতুড়ে শিক্ষকের ব্যাপারে তদন্ত হোক।

সম্পাদকের পিতৃবিয়োগ

অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের অধ্যাপক, 'শঙ্খ' পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বনাথ রায়ের বাবা ধরণীধর রায় মহাশয় ৭৫ বছর বয়সে তাঁর জিয়াগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি সাত পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

পানীয় জলের দাবি

সগঞ্জ থানার শিবপুর চর এলাকায় ছিন্নমূল ৩০০ পরিবার পানীয় জলের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। জানানো হয়েছে, এই এলাকায় ৬৫০ পরিবারের বাস। তার মধ্যে ৩০০ পরিবারের মাথা গোঁজার কোন জায়গা নাই। চরে কোন টিউবওয়েল নাই। আবদ্ধ জলে স্নান থেকে শুরু করে সব কাজ করতে হয়। আবার ওই জলই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে কয়েকদিন আগে এলাকায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ঘটে। তিনজনের একটি চিকিৎসক দল গিয়ে ২৭৮ জনকে ওষুধ ইনজেকসন দিয়ে আসেন। সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এখানে অবিলম্বে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা দরকার।

বলাকার সপ্তম নিবেদন

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ ডিসেম্বর—স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে পরশু এবং গতকাল বলাকা নাট্য গোষ্ঠী তাঁদের সপ্তম নিবেদন সাফল্যের সাথে পরিবেশন করেন। প্রথম দিন অভিনীত হয় বাদল সরকারের 'যদি আর একবার' এবং দ্বিতীয় দিন উৎপল দত্তের 'টাইফেল'। প্রত্যেকের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

সুবর্ণ সুযোগ
কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—
ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার

অরঙ্গাবাদ, ২০ ডিসেম্বর—সুতী থানার আহিরণ মাঠোগত বৃহস্পতিবার একটি মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। গতকাল কাছাকাছি একটি জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি পাওয়া যায়। জানা যায়, মৃতদেহটি আহিরণ গ্রামের তাজের সেখ (২৬) নামে এক যুবকের। খবরটি পুলিশ সূত্রের। আদালতে হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ফরওয়ারড ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি জঙ্গিপুর মহকুমায় পারটি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রদ্যোত মুখারজিকে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যের রঘুনাথ থান এ্যাডহক কমিটি গঠন করেছেন। ১১ ডিসেম্বর জেলা কমিটি থানা এ্যাডহক কমিটি অনুমোদন করেছেন। পারটির পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

জিয়াগঞ্জ ব্রাইট ষ্টার সংঘ পাঠাগারের উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়: গান্ধী মতাদর্শে সমাজবাদ বনাম মারকস্ মতাদর্শে সমাজবাদ প্রথম পুরস্কার ১০১ টাঃ, ১২টির বেশী প্রবন্ধ পেলে ২য় ও ৩য় পুরস্কার যথাক্রমে ৫১ টাকা ও ২৫ টাকা। অনধিক এক হাজার শব্দের মধ্যে প্রবন্ধটি লিখতে হবে। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পাদক, ব্রাইট ষ্টার সংঘ পাঠাগার, ভট্টপাড়া, পোঃ জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। —প্রাপ্ত

জুয়ার প্রকোপ

সাগরদীঘি, ২০ ডিসেম্বর—ইদানীং এই থানার বোথারা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জুয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তা, চায়ের দোকান প্রভৃতি জয়গায় প্রকাশ্যে এই খেলা চলছে। পুলিশ একটু তৎপর হলে অনায়াসে এই খেলা বন্ধ হবে বলে আশা করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—
গান্ধী স্মারক নিধি
(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

গ্রামবাসীর সততা

সাগরদীঘি, ১৭ ডিসেম্বর—বোথারা গ্রামের মুনটোল ফুলমালী ও টমা দাস গতকাল জাতীয় সড়কে বোথারার কাছে প্রায় ৪৯ কেজি ওজনের সাইকেলের চেন ভর্তি একটি কাঠের বাক্স কুড়িয়ে পায়। তারা সেই বাক্স বোথারা স্কুলে জমা দেয়। পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এসে বাক্সটি থানায় নিয়ে যায়। সকলের অনুমান বাক্স ভর্তি চেনের দাম প্রায় তন হাজার টাকা।

ফেরীঘাটে মাঝির অত্যাচার

হিলোড়া, ১৬ ডিসেম্বর—গত শুক্রবার হারুয়া ফেরীঘাটে মাঝিদের সাথে দু'জন যাত্রীর বচসা শুরু হলে মাঝির দল যাত্রী দু'জনকে লাঠিপেটা করে। পরে জে এল আর ও এসে তদন্ত করেন এবং মাঝিদের সতর্ক করে যান। জনসাধারণের অভিযোগ এই ফেরীঘাটে মাঝিদের অত্যাচার আরো বেড়ে গেছে। তারা যাত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার তো করেই না, উপরন্তু কথায় কথায় মারতে উদ্যত হয়। তারা নিজেদের ইচ্ছামত যাত্রী বোঝাই করে এবং নিজেদের সময় অনুযায়ী বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রী পারাপার করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, বংশবাটি ফেরীঘাটে দুটি নৌকা পারাপার করে। একটি জে এল আর ও অফিসের তত্ত্বাবধানে, অন্যটি গ্রামসভার তত্ত্বাবধানে। উভয় পক্ষের মধ্যে ভাড়া নিয়ে মতান্তর হয়, ঝামেলা পোহাতে হয় যাত্রীদের। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী কাননবালা দে, সেবিকা, ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতাল, ১২।৪।৭৭ তারিখের শপথপত্র অনুসারে আমার পদবি 'দে' ত্যাগ করিয়া 'সাহা' পদবি গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, ভবিষ্যতে আমাকে এবং সন্তানদিগকে 'দে' পদবির পরিবর্তে 'সাহা' পদবিতে অভিহিত করিবেন।

স্বাঃ কাননবালা সাহা

শিক্ষক আবশ্যক

পরমানেণ্ট ভ্যাকান্সিতে একজন শিক্ষক (বি-এ) আবশ্যক। প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে সম্পাদক, মাদ্রাসা হুসেনিয়া জুঃ হাই মাদ্রাসা, গ্রাম নাচনা, পোঃ রমনা সেখদীঘি (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

রঙীন চলচ্চিত্রে ধার্য সারচারজের হার

১৯৭৭ সালের বঙ্গীয় প্রমোদকর আইন (সংশোধনী) ১৭ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে। এই সংশোধনী আইন অনুসারে ১৯২২ সালের বঙ্গীয় প্রমোদকর আইনে নিম্নলিখিত পরিবর্তন হয়েছে। সাদা-কালো চলচ্চিত্র বাদে রঙীন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপর (ক) ২০ পয়সা অথবা তার বেশী কিন্তু ৫০ পয়সার অনধিক দেয় মূল্যের পরিমাণের উপর ২৫ পয়সা (খ) ৫১ পয়সা অথবা তার বেশী কিন্তু ১ টাকা ৩০ পয়সার অনধিক-এর উপর ৫০ পয়সা (গ) ১ টাকা ২১ পয়সা অথবা তার বেশী কিন্তু ২ টাকা ২৫ পয়সার অনধিক এর উপর ৭৫ পয়সা এবং (ঘ) ২ টাকা ২৫ পয়সার অধিক দেয় মূল্যের পরিমাণের উপর ১ টাকা সারচারজ ধার্য করা হয়েছে। —নিউজ ব্যুরো

ছাঁটাই খড়্গ উদ্যত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পক্ষান্তরে ফরাক্কায় সি আই এস এফ বাহিনীর কার্যকাল মাত্র এক বছর। এই বাহিনীতে যোগ দিলে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর চাকরিতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাঁধ প্রকল্পের পূর্বতন জেনারেল ম্যানেজার জি এন মণ্ডলের কলমের জোরে সি আই এস এফ বাহিনীকে ফরাক্কায় মোতায়েন করা হয়। গোড়ার দিকে মণ্ডল সিকিউরিটি বাহিনীর পোষ্ট কেড়ে নিয়ে ডিভিসনে পোষ্টিং-এর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর আন্দোলনের ফলে তাঁর সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। এখন আবার নিরাপত্তা বাহিনীর মাথায় ছাঁটাই-এর খাঁড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী ছাঁটাই রুখতে আগামী মাসে ইউনিয়নের নির্বাচনের পর আন্দোলনে নামবেন।

বাঙলার খেলাধুলায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিত্ব করে। এ ছাড়াও সর্বভারতীয় স্কুল শীতকালীন খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের জন্য বাঙলার প্রতিযোগিতায় সটপাট ও ডিসকাসে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের ঝর্না দাস ও বনানী দাস।

তেলের অভাব ঘুচলো না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আছে তাকে বাঁচানো যাবে। এবার শীত দেরীতে আসার জন্য আলুর চাষেও দেরী হয়েছে। সার ও বীজের দাম বাড়ায় চাষের খরচও বেশী পড়েছে। আশার কথা, পুকুর ভর্তি জল আছে, তাই আলুর ফলন এবার বাড়তে পারে। ধসা রোগের আক্রমণ থেকে আলুকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজনীয় ওষুধ আলু গাছ একটু বড় হলেই দিতে হবে। একটু মেঘলা হলেই এই রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। চাষীকে তাই সতর্ক থাকতে হবে। বাজারে আলুর যা দাম বেড়েছে তার মোকাবিলায় আলুর ফলন বাড়াতেই হবে।

জমির ধান লুণ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। পরে সর্বদলীয় বৈঠকে স্থির হয়, জমিতে ধান লাগিয়েছে যে—কাটবে সে। কিন্তু তার আগেই ধান লুঠ করে নেওয়া হয়।

ধান কাটা নিয়ে অভিযোগ

হিলোড়া, ১৬ ডিসেম্বর—ডাহিনা গ্রামের যামিনী দীক্ষিত হিলোড়ায় প্রমোদরঞ্জন দাসের কাছ থেকে এক বিঘা জমি কিনে বছর দুই থেকে চাষ করে আসছিলেন। কিছুদিন আগে শরীকদের পক্ষ থেকে দীক্ষিতকে জানানো হয় যে, জমিতে তাঁদের অংশ আছে, সুতরাং ন্যায্য ভাগ তাঁদের দিতে হবে। দীক্ষিত জানান, জমি কিনে তিনি চাষ করছেন, কাজেই ফসল তিনি তুলবেন। যদি কারো কোন অংশ থাকে, তার বিচার পরে হবে। এর পর উভয় পক্ষই চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আগের দিন রাত্রে কে বা কারা দীক্ষিতের জমির ধান কেটে নিয়েছে। দীক্ষিত এ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছেন। একই ধরনের অভিযোগ জানিয়েছেন রমাকান্তপুরের তপেশ দাস।

নূরপুরে গঙ্গা ভাঙন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চিঠি দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন। ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য স্পার তৈরী করবেন জানিয়ে মহঃ সোহরাবকে এক চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

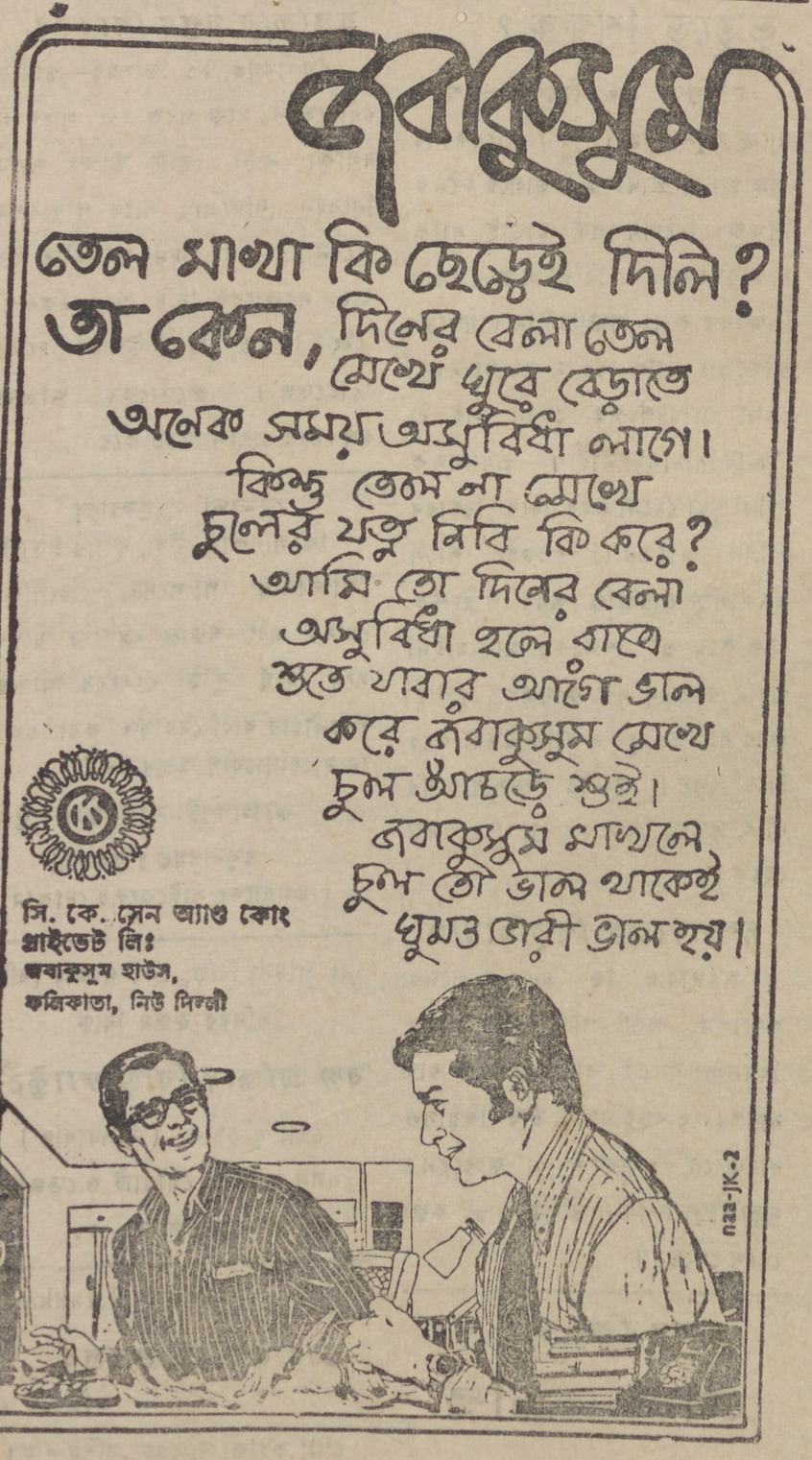

Wanted part time teacher purely on temporary basis for physics with requisite qualification for Kanchantala J. D. J. (H. S. XI & XII) institution, P. O. Dhuliyan, Dt. Murshidabad. Applicants are requested to see the Secretary with testimonials on 30. 12. 77.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।